দীর্ঘকাল ধরিয়া
সুনাম ও সততার
সঙ্গে
বিশেষত্ব বজায় রেখেছে
পণ্ডিত--প্রেস
সকল প্রকার ছাপার কাজের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা।
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৮ই আশ্বিন বুধবার, ১৩৭৫ ইং 25th Sept. 1964 | ২০শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লি.

পূজার বাজার এখানেই করুন
ভারতের সকল প্রান্ত হইতে আমদানী
প্রসাধন ও উপহার সামগ্রী, হোসিয়ারী দ্রব্য, উল,
মাথার ফিতা, খেলার সরঞ্জাম ও সব রকম
প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহক।
কর্ম্মাধ্যক্ষ—খেলা ঘর
রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী, মুর্শিদাবাদ

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই আশ্বিন বুধবার সন ১৩৭৫ সাল।

বাংলার দুর্গোৎসব

—০—

শরতের নির্ম্মল মেঘমুক্ত আকাশে আগমনীর বাজনা কি মধুর। প্রত্যেক বছরের মত এবারেও পূজার আয়োজন চলছে, এবারেও পূজো হচ্ছে প্রত্যেকটি সহরে আর গ্রামে, পূজো হচ্ছে বাংলার প্রত্যেকটি পল্লীতে। এই দিনটির জন্যই সারাটি বছর উন্মুখ আগ্রহে তাকিয়ে থাকি আমরা—শিশু বৃদ্ধ সকলেই আনন্দে আর খুসীতে উজ্জল হ'য়ে ওঠে গৃহের অংগনে ; দুঃখ আর গ্লানি মুছে ফেলতে চাই আমরা সুখের আতিশয্য দিয়ে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র একসময়ে কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর মুখ দিয়ে বাঙ্গালী জীবনের সকল জড়তা দূর করতে চেয়েছিলেন 'আমার দুর্গোৎসব এ। অপূর্ব্ব ভাষায় ব্যক্ত করেছেন তিনি মাতৃ বন্দনার কথা—"আমি এই কালসমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা? কই আমার মা! কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গ-ভূমি! এ ঘোর কালসমুদ্রে কোথায় তুমি! সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্‌মণ্ডল প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গ-সঙ্কুল জলরাশির উপরে দূরপ্রান্তে দেখিলাম সুবর্ণমণ্ডিত, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা, হাঁ, এই মা! চিনিলাম এই আমার জননী জন্মভূমি।"

এখন শরৎকাল,- বর্ষপরে মা আসছেন, সেই মা! যে মায়ের কান্তির অমিয় হাসি চাঁদের কিরণে পড়ে ঝরে, যাঁর ললাটের সিঁদুর ভোরের রবি সোনালী আভায় নবীন জীবনের প্রেরণা দান করে—সেই বিশ্বজননীর আগমন ক্ষণে আকাশে বাতাসে ভেসে আসছে আবাহন গান!

এখন শুভ মহালয়ার আবির্ভাব হয়েছে! শারদীয় পূজার বোধন উৎসব, বাঙালীর দুর্গাপূজা! কিন্তু বাঙালীর দুর্গাপূজা কি ভাবে আরম্ভ হলো তার ইতিহাস আমাদের জানতে হবে। প্রায় তিনশো বছরেরও আগেকার কথা। সুলতান সুলেমান কিরাণী তখন গৌড়ের অধীশ্বর, কংসনারায়ণ নামে তাঁর একজন বাঙালী ফৌজদার ছিলেন। নিজের গুণে তিনি একদিন সামান্য ফৌজদার থেকে একজন স্বাধীন জমিদারের পদলাভ করলেন—সেটা ছিল বাংলার বারোভুঁইয়াদের যুগ। তিনি জমিদার হয়ে বারোভুঁইয়াদের মধ্যে স্থান পেয়েছিলেন। তিনি জাতিতে ছিলেন উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ, তাই তখনকার সমাজে তিনি নেতৃস্থানীয় হ'য়ে উঠেছিলেন।

এই কংসনারায়ণের একবার এক মহাযজ্ঞ করবার ইচ্ছে হলো। তখন তিনি সমস্ত পণ্ডিতদের ডেকে এনে কিভাবে এই যজ্ঞ সম্পন্ন করা যায় তার পরামর্শ চাইলেন। প্রধান পণ্ডিত শাস্ত্রী মশাই তাঁকে দিলেন দুর্গোৎসব করার পরামর্শ—ত্রেতাযুগের রামচন্দ্রের মতো শরতে দুর্গাপূজার বিধান দিলেন। অপরিসীম ধুমধামের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হ'ল কংসনারায়ণের দুর্গোৎসব—লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হ'ল। আর অসংখ্য লোক পরিতৃপ্ত হয়েছিল।

দশপ্রহরণধারিণী মৃন্ময়ী-প্রতিমা। বাঙালীর দুর্গোৎসবের প্রাণ-স্বরূপা, দুইপাশে তাঁর কমলা ও বীণাপাণি কার্ত্তিকেয় ও গণপতি—পদতলে বিমর্দ্দিত মহিষাসুর। সিংহবাহিনীর মহিমময়ী মূর্ত্তি। এই মৃন্ময়ীদুর্গা প্রতিমার আরাধনা কবে থেকে? বোধ হয় সেই সুরথ রাজার সময় থেকে। কারণ শ্রীশ্রীচণ্ডীর ১৩শ অধ্যায়ে ১০ম শ্লোকে আছে রাজ সুরথও সমাধি "মহিমময়ী" মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে দুর্গা-পূজা আরম্ভ করেছিলেন। এই "মহিমময়ী' কথার অর্থ মৃন্ময়ী ছাড়া আর কিছুই নয়।

সত্যযুগের পর ত্রেতাযুগেও রামচন্দ্র শরৎকালে দেবী দশভুজার আবাহন করেছিলেন। শরৎকাল বোধহয় দেবতাদের বিশ্রামের সময় তাই এই শারদীয়া পূজার নাম দেওয়া হয়েছে "অকাল বোধন"। অবশ্য দশানন রাবণকে বধ করার জন্য এই অকাল বোধনের প্রয়োজন হয়েছিল।

বাঙালীর সেই দুর্গাপূজা আসছে,—শাঁক ঘণ্টা কাঁসরের অট্টরোলে, ধুপ-ধুনোর গন্ধে হবে তা'র সূচনা। আসবে ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, তারপরে আসবে ব্যথা-বিধুর ৺বিজয়াদশমী, শেষ হবে এই সাধের পূজা।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন

গত ২২শে সেপ্টেম্বর রবিবার রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচনে নিম্নের ভদ্রমহোদয়গণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

অভিভাবক শ্রেণীতে—

শ্রীঅম্বিকাচরণ দাস, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রভূষণ গুপ্ত, শ্রীবিনতা-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়।

হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রেণীতে—শ্রীহৃদয়নাথ ঘোষ।

বিদ্যানুরাগী শ্রেণীতে—শ্রীহরিলাল দাস।

দাদাঠাকুরের "বাবা"

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার

[আমার "দাদাঠাকুর" গ্রন্থের প্রারম্ভে দাদাঠাকুরের কবি-প্রতিভার প্রথম উন্মেষ প্রসঙ্গে তাঁর বাল্যকালে রচিত একটি "প্যারডি"র মাত্র প্রথম স্তবকটি প্রকাশ করেছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই প্যারডি গানটি রচনার ইতিহাস অবলম্বন ক'রে দাদাঠাকুরের পিতৃব্য রসিকলাল পণ্ডিত মহাশয়ের চরিত্রের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে প্রয়াসী হলাম। ইতি—লেখক]

প্রায় আটাত্তর বছর আগেকার কথা।

দফরপুর। মুর্শিদাবাদ জেলার একটি পল্লীগ্রাম। এইখানেই দাদাঠাকুরের পৈতৃক পল্লীনিবাস। সেকালের বাংলার পাড়া-গাঁ। সাধারণ লোকেরা দিবসের প্রহর গণনা করে সূর্যের ছায়া দেখে; অরণ্যে শেয়ালরা রাত্রির যাম ঘোষণা করে; ভোরের বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে ধানভানা ঢেঁকির আওয়াজ। দফরপুরে এক ঘর ধনী জমিদার থাকলেও অধিকাংশ পল্লীবাসীই মধ্যবিত্ত বা স্বল্পবিত্ত। অধিকাংশ ভদ্র-গৃহস্থেরই জায়গা-জমি আছে। ক্ষেতে ফসল হয়। গোয়ালে গরুও আছে অনেকের। আমোদ-প্রমোদ সবই আছে। তাস-দাবা-পাশার আড্ডাও বসে অনেকের বাড়িতে।

দফরপুর গ্রামে একবার ওলাউঠার প্রকোপ দেখা দিয়াছে। এই মহামারীর প্রতিষেধকল্পে হরিনাম-সংকীর্ত্তনের দল নিয়ে স্থানীয় জমিদারের তহসিলদার মহাশয় গ্রাম-পরিক্রমায় বেরিয়েছেন। সংক্রামক ব্যাধির ভয়ে ভীত গ্রামবাসীরা ভক্তিভরে হরিনামগান করতে করতে পথ ধরে চলেছেন। তাঁদের পিছনে পিছনে চলেছে গ্রামের বালকেরা। তাদের হরিনামে রুচির কারণ অন্যরূপ। হরির লুটের বাতাসার আকর্ষণে তাদের প্রাণে হরিভক্তি জেগেছে! এই বালকের দলে রয়েছেন শরৎচন্দ্র। ভাবীকালের দাদাঠাকুর।

কীর্ত্তনীয়ারা গান গেয়ে চলেছে—

ভাই, হরি বল্, দুই বাহু তুলে
শমনদমন যাতে হবে রে!
রাজার যে রাজ্যপাট
যেন নাটুয়ার নাট, ভাই রে,
দেখিতে দেখিতে কিছু নাই রে!
ভাই, হরি বল্ দুই বাহু তুলে
শমনদমন যাতে হবে রে!

পশ্চাদ্‌বর্ত্তী বালকের দলের ভিতর থেকে শরৎচন্দ্র উচ্চৈ স্বরে গেয়ে উঠ্‌লেন—

একটা বমি, দুটো দাস্ত
করতে নারবে বরদাস্ত, ভাই রে!
দেখিতে দেখিতে নাড়ী নাইরে!
ভাই, হরি বল .....

কীর্ত্তনের দলের পুরোগামী তহসিলদার অগ্নিশর্মা হয়ে তেড়ে এলেন পিছনের দিকে। শরৎচন্দ্র ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে চলেছেন গৃহাভিমুখে।

"কে?"

"আমি, বাবা!"

বাড়ির বাইরে দাওয়ায় ব'সে বিশ্রাম করছিলেন পিতৃব্য রসিকলাল পণ্ডিত। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন শরৎচন্দ্রকে তিনিই মানুষ করেছিলেন। সেই শৈশবকাল থেকেই শরৎচন্দ্র রসিকলালকে "বাবা" ব'লে ডাকতেন। রসিকলাল স্বল্পবিত্ত তেজস্বী ব্রাহ্মণ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অন্ধকারের মধ্যে পদশব্দ শুনে রসিকলাল প্রশ্ন করলেন—"কে?"

শরৎচন্দ্র উত্তর দিয়েই ঢুকে পড়লেন বাড়ির মধ্যে।

অনতিকাল পরে জমিদারের তহসিলদার রসিকলালের কাছে এসে উপস্থিত। তহসিলদার বেশ একটু কড়া মেজাজেই অভিযোগ করলেন—"কী ছেলেই মানুষ করছেন পণ্ডিত-মশাই! হরিনাম সংকীর্ত্তনকে ভেঙ্‌চিয়ে মুখে যা এলো তাই বললে! ছেলেকে একটু শাসন করবেন।"

আরও নানা কথা বলতে বলতে চলে গেলেন তহসিলদার।

শরৎচন্দ্রের প্রতি রসিকলালের যেমন ছিল অগাধ স্নেহ, তেমনি ছিল কঠোর শাসন। তহসিলদার চ'লে যাওয়ার পরেই ডাক পড়লো—"শরৎ"

এ ধ্বনির পরিণাম শরৎচন্দ্রের সুপরিচিত।

কাছে এলে শরৎচন্দ্রকে রসিকলাল বললেন—"তহসিলদার এসে তোমার বিরুদ্ধে নালিশ ক'রে গেল। কী বলেছো ওঁকে?'

"ওঁকে আমি কিছুই বলিনি।"

"তবে?"

শরৎচন্দ্র নীরব।

আর কোনো কথা নেই। এক পাটি খড়ম তুলে নিয়ে নির্মমভাবে প্রহার করতে থাকেন শরৎচন্দ্রকে।

বাড়ির নিকটেই মধুসূদন মিস্ত্রীর বাস। এইরূপ বিপদে একমাত্র পরিত্রাতা ছিলেন শরৎচন্দ্রের এই মধুসূদন জ্যাঠা। শরৎচন্দ্রের চীৎকার শুনে প্রতি ক্ষেত্রেই রক্ষা করতেন এই বিপত্তারণ মধুসূদন। দুর্ভাগ্যক্রমে মধুসূদন মিস্ত্রী সেদিন বাড়িতে নেই। তিনিও কীর্ত্তনের দলে রয়েছেন।

বাড়িতে তৃতীয় ব্যক্তি—একটি পাগল ঝি। সে বাড়ির ভিতর থেকে ছুটে এসে দেখে—প্রহার-জর্জরিত শরৎচন্দ্রের দেহের কয়েক স্থানে রক্তের ধারা। ঝি তাড়াতাড়ি গোয়াল ঘর থেকে খানিকটা গোবর এনে ক্ষতস্থানগুলিতে লেপে দিলে। দাদাঠাকুর বলতেন—গব্য মলম।

রাত্রে খাবার পালা। খুড়ো-ভাইপো দু'জনে পাশাপাশি খেতে বসেছেন। —দুধ ও রুটি। প্রহারের প্রতিক্রিয়া তখনও শরৎচন্দ্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। রুটি ছেঁড়বার শক্তি নাই হাতের আঙ্গুলে। অবস্থা বুঝে রসিকলাল নিজেই রুটি ছিঁড়ে দুধের বাটিতে ফেলে শরৎচন্দ্রকে খাইয়ে দেন, আর তাঁর চোখ দিয়েও অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে। ছেলে খাইয়ে নিজে খেতে বসেন।

আহারান্তে শরৎচন্দ্রকে কাছে বসিয়ে সস্নেহে বললেন—"তোকে যে মারি, এটা কি আমারই ভালো লাগে, বাবা!" তহসিলদারকে উদ্দেশ করে বলেন—"ওরা মানী লোক, ওদের কি গালমন্দ দিতে আছে?'

"আমি ওদের গালমন্দ দিইনি বাবা!"

"তবে যে ও ব'লে গেল?"

শরৎচন্দ্র নীরব।

রসিকলাল বললেন—"কী বলেছিলি, বল্ না। আমার কাছে বল্‌তে দোষ কি?"

"গান করেছিলাম।"

"কী গান? গান শুনে লোকটা চ'টে গেল! কী এমন গান?'

রসিকলালের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রকে প্যারডির ঐ কলিটি গাইতে হ'লো। গান শুনে রসিকলাল মৃদু হাস্য ক'রে বললেন—"দুষ্টু কোথাকার!"

বেশি দিন গেল না—মাত্র দু' তিন দিন পরে। তহসিলদার পথ দিয়ে চলেছেন নিজের কাজে। আর তাঁকে শুনিয়ে আপন মনে গান গাইছেন শরৎচন্দ্র—

তোমার ঘড়ঘড় ঘড়ঘড় করবে গলা
সার করিবে তুলসীতলা, হে,
তোমার দাদা কাঁদবে—কোথায় গেলি ভাই!
ভাই, হরি বল্ দুই বাহু তুলে……
তোমায় শোয়াবে ভাই দড়ির খাটে,
নিয়ে যাবে শ্মশানঘাটে
আগুন দিয়ে পুড়িয়ে করবে ছাই,
ভাই, হরি বল্ দুই বাহু তুলে

আবার তহসিলদারের আগমন রসিকলালের কাছে;—আবার অভিযোগ।

রসিকলাল তখন বসেছেন দাবা খেলতে। রসিকলাল তাঁর প্রতিযোগীকে পরাজিত করবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দু'তিন জন দর্শক খেলা দেখছেন। সেখানে শরৎচন্দ্রের মধুসূদন জোঠাও উপস্থিত। শরৎচন্দ্র আজ নির্ভয়।

তহসিলদার ইনিয়ে বিনিয়ে কত কথাই ব'লে গেলেন শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে। রসিকলাল তন্ময় হ'য়ে আছেন দাবার চাল নিয়ে। তহসিলদারের কোনো কথাই রসিকলালের কর্ণকুহরে পৌছলো না বোধ হয়। তহসিলদার অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে আপন মনে বকতে বকতে সেখান থেকে চ'লে গেলেন।

শারদীয়া মহাপূজার অবকাশ

"জঙ্গিপুর সংবাদে"র গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন—আমরা বর্ত্তমানে আমাদের প্রাপ্য দুই সপ্তাহের অবকাশ সময়ান্তরে গ্রহণ করিব।

সম্পাদক—'জঙ্গিপুর সংবাদ'

শাশ্বত রসস্রষ্টা "দাদাঠাকুর"

—সত্যেন্দ্রনাথ বড়াল

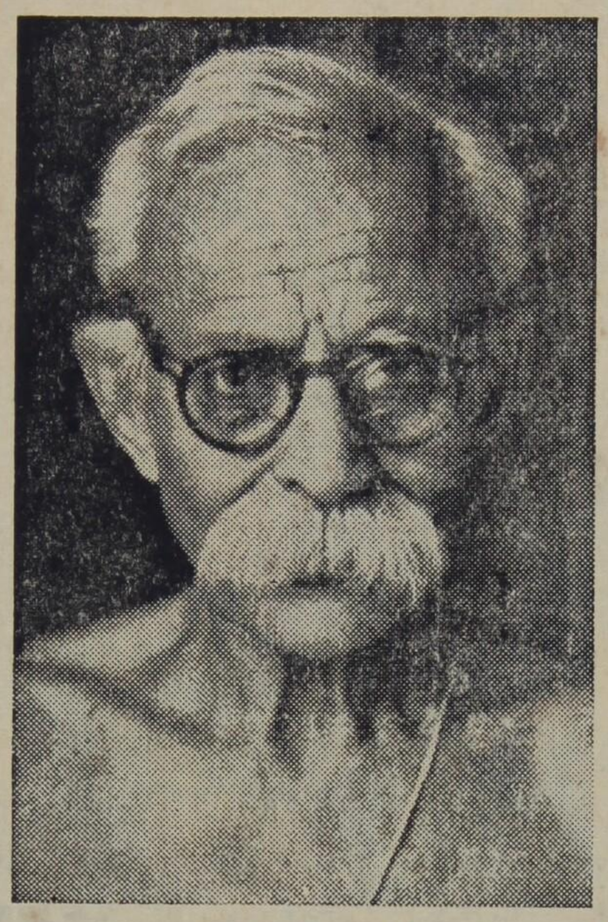

দাঁড়িয়ে আছি, ছোট্ট ঘরখানির মধ্যে কেউ, তারি লাগা বারান্দায় জন কয়। অধীর অপেক্ষা। কী সে ব্যাকুলতা আর উদ্বেগ।

চিকিৎসকের নানা বিধি নিষেধ। এসব জেনে শুনেও এই প্রচেষ্টা। দেখা পাব কি পাব না।

অকস্মাৎ একটি কিশোরের হাত ধরে পাশের দরজাটি ঠেলে প্রবেশ করলেন দাদাঠাকুর। সেই সোনার বর্ণ দেহ, সাদা গোঁফ জোড়ায় দুটি ঠোঁট একেবারে আবৃত। সেই হাসি। বার্ধক্যে দেহটাকে কিছু ঘায়েল করেছে। হাসিটা অম্লান।

বস বস মা লক্ষ্মী সব—চোখে মুখে হাসি ঝরে পড়ছে বৃদ্ধের। মা লক্ষ্মী—অর্থাৎ আমার ভগ্নী ও ভাগিনেয়ী। ওরাই ছিল সামনে, পিছনে আমি ও ভগিনীপতি শ্রীমান্ বিজয়কুমার। এরা এসেছেন সুদূর বেনারস থেকে। দাদাঠাকুর দর্শন—অন্যতর উদ্দেশ্য।

গায়ে হালকা একখানা আলোয়ান, খাট ওসার ধুতিটার একটা প্রান্ত ঘাড়ের ওপর দিয়ে এসে পিঠের দিকে ঝুলছে।

একটু এগিয়ে গিয়ে দাদাঠাকুরের একখানি হাত ধরে বসালেন তক্তপোষে আমার কাশীবাসিনী অনুজা : কেমন আছেন?……

খুব ভালো মা—হাতের ছোট বইখানা নাড়াচাড়া করেন …. খুব ভালো eighty-seven হলাম এখন Hell or Heaven কোথায় জায়গা পাই দেখি।

তবে কী জানেন—আমার ভগিনীপতির দিকে চেয়ে বলেন—Heaven বড় ফাঁকা যাচ্ছে, যত Crowd ঐ 'হেলে' তাই যা ভরসা। ……

সেই প্রাণখোলা হাসি। শীর্ণ হাতখানি তুলি বিরাট গোঁফটায় বুলিয়ে নেন।

—পূজোয় এসেছ দাদার কাছে, বেশ বেশ আসবে বৈকি। কিন্তু তোমাদের ঐ দুগ্‌গা বেটীর আক্কেল দেখেছ মা—এক হাতের খাবার জোটেনা উনি এলেন কি দশ দশটা হাত নিয়ে। এই আক্রা গণ্ডার বাজারে। ……

করুক গে তাতে আমার কী …… জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কী যেন দেখলেন …… সত্যিই ত মা তাতে আমার কী বুঝে নিক ওর বাপ মা।……

একটু হাঁপিয়ে উঠেছেন।

মনে হ'ল সাধক রামপ্রসাদ, যুগাবতার রামকৃষ্ণও ত এমনি বোঝাবুঝিই করতেন মায়ের সঙ্গে।

তেমনি ছেলেমানুষি, ঠিক তেমনি নির্ভরতা।

কপালের শিরাটা ফুলে ফুলে উঠেছে। টেবিল থেকে হাতপাখাটা নিয়ে ধীরে ধীরে দাদাঠাকুরের মাথায় হাওয়া দিতে লাগলাম।

একখানা ছোট অভিধানের পাতা ওল্টান আর কী যেন দেখেন।

আপনার মুখে দু'একটা ছড়া শুনতে চায় আমার মেয়ে—বললে ভগ্নী প্রতিভা।

মুখের কথা কেড়ে নিয়েই বলেন দাদাঠাকুর—আর ছড়া কী আছে মা এই বুড়ো বুকে।……

বেশ জোরে একটা শ্বাস ……শুকিয়ে গেছে মা সে উৎস। ভাগিনেয়ীর হাতখানা টেনে নিয়ে …… হ্যা দিদি ভাই, একটা ছড়ার কথা মনে পড়েছে। সবার সেরা ছড়া সেই গোবরছড়া। বাঙালীর ঘর দোর যা দিয়ে যুগ যুগ পবিত্র হয়েছে। সব মঙ্গলানুষ্ঠানে যার প্রয়োজন ……সেই ছড়া দিতে ভুলিসনে কোনদিন।

কে একজন বললে—ছবি বিশ্বাস আমাদের কত উপকারই করেছেন। সারা দেশ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।.....

নিশ্চয়.....হেসে বলেন দাদাঠাকুর..... ভেবেছিলাম তোমাদের ছবি বিশ্বাস আর ওর ছবিকে রেখে আসল মানুষটা আগেই যাব চলে। তা' আর হ'ল কৈ। সব বিশ্বাস ভেঙে দিয়ে ঐ গেল চলে। ছবি বিশ্বাস কোথায় মা ছবি সে অবিশ্বাস হয়ে গেল।.....

গলার স্বরটা কেমন ভারী হয়ে ওঠে বৃদ্ধের।

চিকিৎসকের নির্দেশ বেশি কথা না বলেন। সে কথা ভুলিনি কেউ। কিন্তু নবমীর শুচি শুভ্র সেই প্রভাতবেলায় ঐ ভগ্নস্বাস্থ্য মানুষটির সান্নিধ্যটুক কী সুখকরই না লাগছিল।

আসি তা' হলে, আশীর্বাদ করুন—সশ্রদ্ধ প্রণামটি দুটি পায়ে নিবেদন করে দাঁড়ান ভগিনী।

সস্মিত দুটি চোখ তুলে চাইলেন। তেমনি হাসতে হাসতে বলেন—আশীর্বাদ... আশি ত বাদ হয়ে গেছে মা পরমায়ু থেকে—দেউলিয়া মানুষের আশীর্বাদে কাজ হবে কী?.....

বাড়ি ফিরছি। নৌকোর ওপরে। হঠাৎ ভগিনী বলে উঠল..... —না এলে বড় আফশোষ হত দাদা। তুমি বলছিলে ..... সে দাদাঠাকুর আর নাই, আমার ত কিছু মনে হ'ল না।

জবাব দিইনি কিছু। দেবার ছিলও না কিছু।

সেই নবমী ত আসছে। মনে হ'লো আজ যদি আবার ভগিনী শুধায়। এবার কিন্তু সত্যি বলব... ...সে দাদাঠাকুর আর নাই।

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর (বহুমুখী) বালিকা বিদ্যালয়ের ভোটারগণের প্রতি—

নানা কারণে এই 'ভোটযুদ্ধে নিষ্ক্রিয়' থাকিতে বাধ্য হওয়া সত্বেও যাঁহারা আমাকে ভোট দিয়া ধন্য করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ২৩-৯-৬৮

বিনীত—শ্রীঅবনীকুমার রায়, শিক্ষক

বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

জবাকুসুম তৈলের গুণ অতুলনীয়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ (লে) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয়া অবশ্য বলিবেন (২) ও (৫) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ (লে) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন, যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়।

(১)

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন
সুক্ষণে তুলিল এই মহামূল্য ধন।
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায়;
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায়?

(২)

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ।
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

(৩)

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে!
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

(৪)

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

(৫)

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্ট হয় রোগিগণ।

রচনা—শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দা' ঠাকুর)

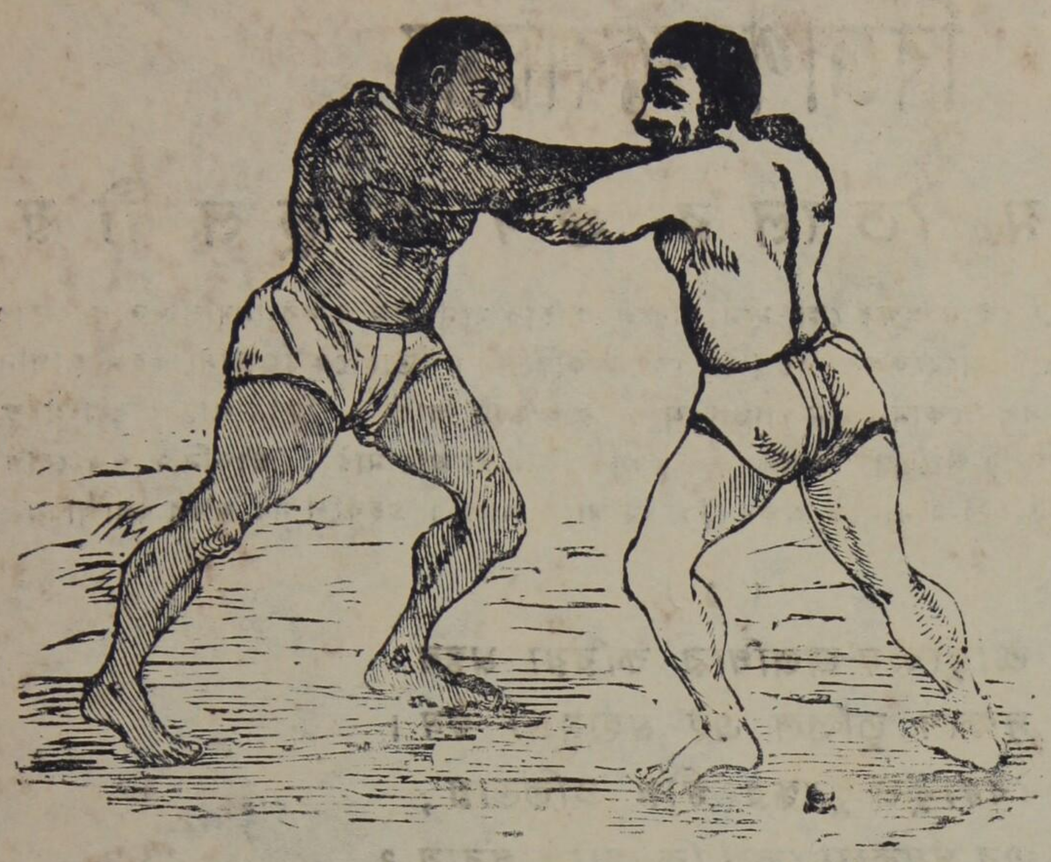

কুস্তির আখড়ায়

মোশন দুরস্ত

BAR-FRIEND বার বন্ধু

প্রবেশে বন্ধু—তৎপরে ইহাই।

চাঁদা-প্রার্থীর ঝাঁক

কর্ত্তব্যরত কনষ্টেবল

'মনোয়া ভজলে সীতারাম'

মাংস মাথে হীরু কশাই
সাজি হাতে ঠাকুরমশাই

ডাকঘরেই টাকা জমা রাখা সবচেয়ে নিরাপদ

পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক থেকে টাকা তোলার ব্যাপারে কারেণ্ট অ্যাকাউণ্টের মতই সুবিধা রয়েছে। পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাংকে জমানো টাকা থেকে প্রয়োজন মতো যে-কোনো পরিমাণ টাকা যতবার খুশি তোলা যায়, কোনো বাধানিষেধ নেই। তাছাড়া পোষ্ট অফিসের টাকায় সুদের উপর কোন আয়কর লাগে না।

এই মাসেই

পোষ্ট অফিস সেভিংস্ ব্যাংকে

একটি পাশবই খুলুন

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) বি ১৭১১৬/৬৮
স্বল্প সঞ্চয় সংস্থা :: পশ্চিমবংগ

বাজি নিষিদ্ধ

—০—

আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর হ'তে ২১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এই মহকুমায় হাউই, ফানুস বাজি, ছুঁচো বাজি, উড়ন তুবড়ি, পটপটি, ভুঁই পটকা বা ঐ জাতীয় কোন বাজি যাহার ওজন দেড় আউন্সের বেশী কেহ তৈয়ারী, বিক্রয় বা ব্যবহার কর্‌তে পারবেন না। এই আদেশ অমান্য কর্‌লে আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবেন।

মুর্শিদাবাদের জেলা-শাসক মহোদয় উপরোক্ত আদেশটী জারী ক'রেছেন।

জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক মহোদয়ের পক্ষে মহকুমা তথ্য-আধিকারিক মহাশয় কর্তৃক প্রচারিত। জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে 'জঙ্গিপুর সংবাদে' প্রকাশ করিলাম।

—সম্পাদক

রঘুনাথগঞ্জ সেবাশিবিরের ভারোত্তোলকদের অপূর্ব সাফল্য

মুর্শিদাবাদ জেলা ফিজিক্যাল এ্যাসোসিয়েসন পরিচালিত দ্বিতীয় বার্ষিক ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা গত ২২শে সেপ্টেম্বর বহরমপুর রামকৃষ্ণ ব্যায়াম মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় সেবাশিবিরের ভারোত্তোলকরা বহরমপুরের ভারোত্তোলকগণকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। বহরমপুর রামকৃষ্ণ ব্যায়াম মন্দির ১৪ পয়েণ্টের অধিকারী হন এবং রঘুনাথগঞ্জ সেবাশিবির মোট ৪৩ পয়েণ্ট অর্জন করে চ্যাম্পিয়ানশিপের অধিকারী হন। নিম্নে বিভিন্ন বিভাগের সাফল্য অর্জনকারী ভারোত্তোলকদের নাম দেওয়া হইল।

ফ্লাই ওয়েট :- ১ম দেবকুমার রুদ্র, ২য় কাশীনাথ হালদার, ৩য় শীতল দাস। ব্যাণ্টম ওয়েট :— ১ম অরুণ সরকার, ২য় গোলাম মুস্তাফা আলী, ৩য় ধ্রুব রুদ্র। লাইট্ ওয়েট :—১ম স্বপন ব্যানার্জী

জাতীয় ভারোত্তোলক কোচ ডঃ শ্রীঅমূল্যরতন চক্রবর্ত্তী প্রধান বিচারকের আসন গ্রহণ করেন।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে অব্যকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
অব্যকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

পূজায় শ্রেষ্ঠ উপহার

বাংলায় এবং বাংলার বাইরে লক্ষ লক্ষ নর-নারী
প্রতিদিন ব্যবহার করে প্রমাণ করছেন যে

নতুন করে **ডাবর আমলা কেশ তৈলের**

বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন নেই। এর স্নিগ্ধতা, এর উপকারিতা,
এর মিষ্টি গন্ধ—একবার ব্যবহার করলে
সারা জীবনে ভোলা যায় না।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং *বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি* ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ
কবিরাজ **শ্রীরোহিণীকুমার রায়,** বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪'০০ চারি টাকা, শহরে ৩'০০ তিন টাকা,
প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১'০০ এক টাকা। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।